দুঃখজনক একটি ছবি ও ভাষা-সৈণিক গাজীউল হক

আবদুল মালেক, মাসকট

বায়ান্ন সনের ঐতিহাসিক বাংলা ভাষা আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহনকারী একজন সহযোদ্ধা জনাব গাজিউল হক গত বুধবার ১৭ই জুন ঢাকার একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার মৃত্যুতে দেশে ও প্রবাসে ভাষাপ্রেমী শত সহস্র লোক যখন শোকাহত তখন সিডনী থেকে একটি ওয়েব সাইটে সদ্য প্রয়াতের গুন-কীর্তন করতে গিয়ে একজন তথাকথিত সম্পাদক ও সাংবাদিক তাঁর একটি দল-ছবি ছাপিয়ে বেশ গুঞ্জন সৃষ্ঠি করেছেন। উক্ত গ্রুপ পোট্রেইটে সকলেই ধোপদুরস্ত প্যান্টালুন পরিহিত অথচ প্রয়াত ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় গাজীউল হককে দেখানো হয়েছে এলোমেলো ভাবে লুঙ্গি পরিহিত। ছবিটি অনেকের চোখে 'খটকা' লেগেছে। স্মৃতিচারণের ভাষা নিয়ে আলোচনা করা রুচীতে বাঁধে, সে অংশটুকু নাহয় বাদই থাক। কিন্তু প্রয়াত গাজীউল হককে ছবিটির মাধ্যমে উক্ত লেখক যে অপমান করেছেন সেটা নিয়ে দু'কলম না লিখে বসে থাকা গেল না! অনেকে মন্তব্য করেছেন উক্ত 'সম্পাদক' উদ্দেশ্যমুলকভাবে এটি করেননি, কারন তিনি এ কিছিমের-ই 'সম্পাদক'। ছবি সম্বলিত উক্ত স্মৃতিচারণটি পুনরায় মনে করিয়ে দেয়, উপকার করতে গিয়ে অনেক বোকারা তাদের বন্ধুদের মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রবাদ আছে, 'দশজন বোকার চেয়ে একজন বুদ্ধিমান শত্রুই উত্তম'। আরেকটু ঝাঁঝালো স্বরে বল্লে তা হবে 'ছাগল নিরীহ ও বোকা প্রানী, ঘাস খেয়ে মাথায় তার কিইবা বুদ্ধি থাকবে।'

উক্ত ওয়েবসাইটে যেভাবে ছবিটি ছাপানো হয়েছিল।

বুদ্ধি ও রুচী থাকলে ছবিটি যেভাবে ছাপানো যেতো। টৌকা মারুন